ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বার্তা

৩৪ বর্ষ ২য় সংখ্যা | ওয়েবসাইট : http://www.du.ac.bd (DU Barta) | ১৭ মাঘ ১৪২৬, ৩১ জানুয়ারি ২০২০

বঙ্গবন্ধুকে ডক্টর অব লজ (মরণোত্তর) ডিগ্রি প্রদান করা হবে

মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে আগামী ৫ সেপ্টেম্বর ২০২০ বিকাল ৩টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশেষ সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হবে। সমাবর্তনে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সম্মানসূচক 'ডক্টর অব লজ (মরণোত্তর) ডিগ্রি' প্রদান করা হবে। গত ২৩ জানুয়ারি ২০২০ উপাচার্য কার্যালয় সংলগ্ন লাউঞ্জে মুজিববর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে গঠিত সমন্বয় কমিটির এক সভায় এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান সভায় সভাপতিত্ব করেন।

নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ অভিজিৎ ব্যানার্জি সমাবর্তন বক্তা হিসেবে উপস্থিত থাকবেন বলে সভায় জানানো হয়।

সভায় প্রো-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. নাসরীন আহমাদ, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো. কামাল উদ্দীন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ড. মো. নিজামুল হক ভূইয়া, প্রক্টর অধ্যাপক ড. এ কে এম গোলাম রব্বানী, রেজিস্ট্রার মো. এনামউজ্জামান, ঢাকা ইউনিভার্সিটি অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের মহাসচিব রঞ্জন কর্মকার প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

বর্ণাঢ্যভাবে মুজিববর্ষ উদ্‌যাপনের সার্বিক প্রস্তুতি নিয়ে সভায় আলোচনা করা হয়। এছাড়া, মুজিববর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভাস্কর্য স্থাপন, 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রিসার্চ ইনস্টিটিউট ফর পিস এন্ড লিবার্টি' প্রতিষ্ঠা, আন্তর্জাতিক সম্মেলনের আয়োজন, রচনা প্রতিযোগিতা, প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণ, 'বঙ্গবন্ধু ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়' শীর্ষক গ্রন্থ প্রকাশসহ বিভিন্ন কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়।

অসচ্ছল শিক্ষার্থীদের সহায়তা করা হবে- উপাচার্য

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান অসচ্ছল শিক্ষার্থীদের সহায়তার লক্ষ্যে তাদের একটি তালিকা প্রণয়নের জন্য বিভাগীয় চেয়ারম্যান ও ছাত্র উপদেষ্টাদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। গত ২৬ জানুয়ারি ২০২০ ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র মিলনায়তনে জীববিজ্ঞান অনুষদ এবং ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজি অনুষদভুক্ত বিভিন্ন বিভাগের ১ম বর্ষ স্নাতক সম্মান শ্রেণির শিক্ষার্থীদের পরিচিতি সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এই আহ্বান জানান। ছাত্র-নির্দেশনা ও পরামর্শদান দফতর এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

ছাত্র-নির্দেশনা ও পরামর্শদান দফতরের পরিচালক অধ্যাপক ড. মেহজাবীন হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রো-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ, জীববিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. ইমদাদুল হক এবং ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজি অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. হাসানুজ্জামান বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। এসময় বিভিন্ন বিভাগের চেয়ারম্যান ও ছাত্র-উপদেষ্টাগণ উপস্থিত ছিলেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, অসাম্প্রদায়িক ও মানবিক মূল্যবোধ ধারণ এবং দেশপ্রেম, সত্যবাদিতা ও সততা অবলম্বন করে জাতিকে সেবা করার ব্রত গ্রহণের জন্য শিক্ষার্থীদের প্রতি আহবান জানান। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে ঐতিহাসিক মুজিববর্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি সুযোগ পাওয়ায় তিনি মেধাবী শিক্ষার্থীদের অভিনন্দন জানান।

ঢাবি-এ Grievance Committee গঠন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সকল অনুষদের ডিনের নেতৃত্বে এবং সকল ইনস্টিটিউটের পরিচালকের নেতৃত্বে Grievance Committee গঠন করা হবে। ৫-সদস্য বিশিষ্ট প্রতিটি কমিটিতে ২ জন নারী শিক্ষক থাকবেন। গত ১৩ জানুয়ারি ২০২০ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ডিন'স কমিটির সভায় এই কমিটি গঠন করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা তাদের একাডেমিক ও সহ-শিক্ষা কার্যক্রম সংক্রান্ত যেকোন অনুযোগ, অসন্তোষ ও আপত্তি এই কমিটির কাছে লিখিত ও মৌখিকভাবে জানাতে পারবে। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল (National Integrity Strategy) বাস্তবায়নেও এ পদক্ষেপটি বিশ্ববিদ্যালয়কে এক ধাপ এগিয়ে নিবে।

এছাড়া, সভায় টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রাকে (এসডিজি) সামনে রেখে গ্র্যাজুয়েটদেরকে সক্ষম ও দক্ষ করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে অনুষদ ও বিভাগসমূহ সমাজ ও জাতির চাহিদা বিবেচনায় নিয়ে শিক্ষা, গবেষণা, সহ-শিক্ষা কার্যক্রম জোরদারসহ প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে কারিকুলাম পুনর্বিন্যাস করবে।

অমর একুশে উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে প্রস্তুতি সভা

অমর একুশে ফেব্রুয়ারি 'শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস-২০২০' যথাযোগ্য মর্যাদা এবং সুষ্ঠুভাবে উদ্‌যাপনের লক্ষ্যে গত ২৩ জানুয়ারি ২০২০ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান-এর সভাপতিত্বে নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো. কামাল উদ্দীন, সিনেট-সিন্ডিকেট সদস্য, রেজিস্ট্রার মো. এনামউজ্জামান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল ও সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ড. মো. নিজামুল হক ভূইয়া, বিভিন্ন অনুষদের ডীন, বিভিন্ন হলের প্রভোস্ট, বিভিন্ন বিভাগের চেয়ারম্যান, বিভিন্ন ইনস্টিটিউটের পরিচালক, প্রক্টর,সহকারী প্রক্টরবৃন্দ, অফিস প্রধানগণ এবং কর্মকর্তা ও কর্মচারী সমিতিসমূহের প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। সভার শুরুতে মহান ভাষা শহীদদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে দাঁড়িয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

(৩য় পৃষ্ঠায় দেখুন)

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক পর্যালোচনা বিষয়ক দু'দিনব্যাপী আন্তর্জাতিক সম্মেলন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের উদ্যোগের "Revisiting International Relations (IR) : Critical Reflections on 100 Years" শীর্ষক দু'দিনব্যাপী এক আন্তর্জাতিক সম্মেলন গত ১৯ জানুয়ারি ২০২০ নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে উদ্বোধন করা হয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে পররাষ্ট্র সচিব রাষ্ট্রদূত মাসুদ বিন মোমেন প্রধান অতিথি এবং সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মুহা. রুহুল আমীন স্বাগত বক্তব্য দেন। অধ্যাপক ড. ইমতিয়াজ আহমেদ মূল বক্তব্য উপস্থাপন করেন। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন সম্মেলনের আহ্বায়ক অধ্যাপক ড. আমেনা মহসীন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান জাতিকে সামনে এগিয়ে নিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস পর্যালোচনা করার ওপর গুরুত্বারোপ করে বলেন, ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধ, ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনসহ বিভিন্ন গণতান্ত্রিক আন্দোলনে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। আঞ্চলিক সহযোগিতা বৃদ্ধি এবং সমাজে শান্তি ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠায় কার্যকর ভূমিকা পালনের জন্য তিনি তরুণ প্রজন্মের প্রতি আহ্বান জানান। (২য় পৃষ্ঠায় দেখুন)

ঢাবি'র ৬৭জন শিক্ষার্থীকে স্থায়ী ও ২২জনকে সাময়িক বহিস্কার

ভর্তি পরীক্ষায় ডিজিটাল জালিয়াতি ও অবৈধ পন্থায় ভর্তির জন্য ৬৩জন এবং অবৈধ অস্ত্র ও মাদক দ্রব্যের সাথে সম্পৃক্ততার অভিযোগে ৪জন শিক্ষার্থীকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্থায়ীভাবে বহিস্কার করা হয়েছে। গত ২৮ জানুয়ারি ২০২০ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সিন্ডিকেটের এক সভায় বহিস্কারের এই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এছাড়া, সভায় ডিজিটাল জালিয়াতি ও অবৈধ পন্থায় ভর্তির অভিযোগে আরও ৯জন এবং ছিনতাইয়ের অভিযোগে ১৩জন শিক্ষার্থীকে সাময়িকভাবে বহিস্কার করা হয়েছে এবং তাদেরকে কেন স্থায়ীভাবে বহিস্কার করা হবে না, এই মর্মে ০৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদানের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।

স্থায়ীভাবে বহিস্কৃত শিক্ষার্থীদেরকে ইতিপূর্বে কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদান করা হয়েছিল এবং ৭-দিনের মধ্যে জবাব দিতে বলা হয়েছিল। জবাব সন্তোষজনক না হওয়ায় শৃঙ্খলা পরিষদের সুপারিশক্রমে তাদেরকে স্থায়ীভাবে বহিস্কার করা হয়েছে। (২য় পৃষ্ঠায় দেখুন)

অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদকে চীনের আইপিটিআরসি'র সেরা কবির পুরস্কার হস্তান্তর

কবি মুহাম্মদ সামাদ চীনের ইন্টারন্যাশনাল পোয়েট্রি ট্রান্সলেশন এন্ড রিসার্চ সেন্টার (আইপিটিআরসি), গ্রিক একাডেমি অব আর্টস অ্যান্ড লেটারস এবং দি জার্নাল অব দি ওয়ার্লড পোয়েটস কোয়ার্টারলি কর্তৃক ঘোষিত 'দি প্রাইজেস ২০১৮: দি ইন্টারন্যাশনাল বেস্ট পোয়েট' মনোনীত হন। গত ২৫ জানুয়ারি ২০২০ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলরের কার্যালয়ে আইপিটিআরসির প্রতিনিধি চীনের ইলেকট্রনিক সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি ইউনিভার্সিটির শিক্ষক মিজ ইন শিয়াওহুয়া ২০১৮ সালের সেরা কবির পুরস্কারটি কবি মুহাম্মদ সামাদ-এর নিকট আনুষ্ঠানিকভাবে হস্তান্তর করেন। মিজ ইন শিয়াওহুয়ার সঙ্গে তাঁর স্বামী একই বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচ. ডি গবেষক আলতাফ হোসেন উপস্থিত ছিলেন। কাব্য-সাহিত্যে অবদানের জন্য আইপিটিআরসি দশ দেশের দশ জন কবিকে বেস্ট পয়েট মনোনীত করেছে। অন্য দেশের নয়জন কবি হলেন: ১. রুমানিয়ার ড্রাগোস বারবু, ২. তুরস্কের হিলাল কারাহান, ৩. মেসিডোনিয়ার মাইট স্টেফোসকি, ৪. ক্যাতালুনিয়া-স্পেনের তনিয়া প্যাসোলা, ৫. সৌদি আরবের আলী আল-হাজমি, ৬. ভারতের মন্ডল বিজয় বেগ, ৭. আলবেনিয়ার ফাতিমি কুল্লি, ৮. চীনের দুয়ান গুয়ানঙা'ন এবং ৯. বেলজিয়ামের ডমিনিক হেক।

মুহাম্মদ সামাদ বাংলা ভাষা-সাহিত্যের একজন প্রতিভাবান ও জনপ্রিয় কবি। (৩য় পৃষ্ঠায় দেখুন)

একাউন্টিং এন্ড ইনফরমেশন সিস্টেমস বিভাগের ৫০ বছরপূর্তি উৎসব

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় একাউন্টিং এন্ড ইনফরমেশন সিস্টেমস বিভাগের ৫০ বছরপূর্তি এবং একাউন্টিং অ্যালামনাই-এর ২৫ বছরপূর্তি উৎসব গত ২৪ জানুয়ারি ২০২০ বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে অনুষ্ঠিত হয়েছে। সকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান কেক কেটে দিনব্যাপী এই উৎসবের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন।

বিভাগীয় চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. রিয়াজুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে পরিকল্পনা মন্ত্রী এম. এ. মান্নান, এমপি প্রধান অতিথি এবং বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. কাজী শহীদুল্লাহ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বিজনেস স্টাডিজ অনুষদের ডিন অধ্যাপক শিবলী রুবাইয়াতুল ইসলাম বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও, অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বিভাগীয় প্রাক্তন শিক্ষক অধ্যাপক ড. শফিক আহমেদ সিদ্দিক, অধ্যাপক এম মঈনউদ্দিন খান, একাউন্টিং অ্যালামনাই এসোসিয়েশনের সভাপতি স্বদেশ রঞ্জন সাহা এবং সাধারণ সম্পাদক এম তোফায়েল আহমেদ বক্তব্য রাখেন ।

পরিকল্পনা মন্ত্রী এম. এ. মান্নান, এমপি বলেন, বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় একাউন্টিং এন্ড ইনফরমেশন সিস্টেমস বিভাগের শিক্ষক,গবেষক ও শিক্ষার্থীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। তিনি ৫০ বছরপূর্তি উপলক্ষ্যে বিভাগের শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও অ্যালামনাইদের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান ৫০ বছরপূর্তি উপলক্ষ্যে বিভাগের শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও অ্যালামনাইদের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান। তিনি বলেন সূচনালগ্ন থেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণার মানোন্নয়নে এবং দেশের অর্থনৈতিক অবকাঠামোর আধুনিকায়নে একাউন্টিং এন্ড ইনফরমেশন সিস্টেমস বিভাগের শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা অগ্রণী ভূমিকা পালন করে চলেছেন। তিনি বলেন, মুজিববর্ষ, স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবর্ষ উদ্‌যাপনকে সামনে রেখে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ব্যাপক কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। এসব কর্মসূচির সফল বাস্তবায়নে বিভাগের ও বিভাগের অ্যালামনাইসহ সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি উপাচার্য আহ্বান জানান।

উৎসবে বিভাগের বিপুলসংখ্যক সাবেক ও বর্তমান শিক্ষক-শিক্ষার্থী এবং কর্মকর্তা-কর্মচারী অংশগ্রহণ করেন।

অধ্যাপক আ. আ. মো. বাকেরের মৃত্যুতে উপাচার্যের শোক প্রকাশ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ম্যানেজমেন্ট বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ড. আ. আ. মো. বাকেরের মৃত্যুতে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। গত ১৬ জানুয়ারি ২০২০ এক শোক বার্তায় উপাচার্য বলেন, অধ্যাপক আ. আ. মো. বাকের ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন আদর্শবান, সৎ ও নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষক। শিক্ষা বিস্তারে অসামান্য অবদানের জন্য তিনি স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

উপাচার্য মরহুমের রুহের মাগফেরাত কামনা করেন এবং তাঁর পরিবারের শোক-সন্তপ্ত সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

উল্লেখ্য, অধ্যাপক ড. আ. আ. মো. বাকের গত ১৫ জানুয়ারি ২০২০ ধানমন্ডিস্থ নিজ বাসভবনে বার্ধক্যজনিত কারণে ইন্তেকাল করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৫ বছর। মৃত্যকালে তিনি এক ছেলে, এক মেয়েসহ অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।

আব্দুল মান্নানের মৃত্যুতে উপাচার্যের শোক প্রকাশ

বগুড়া-১ আসনের আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্য আব্দুল মান্নান-এর মৃত্যুতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান গভীর শোক প্রকাশ করেছেন।

গত ১৮ জানুয়ারি ২০২০ এক শোকবাণীতে উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান বলেন, আব্দুল মান্নান ছিলেন একজন পরিচ্ছন্ন, ত্যাগী ও জনদরদী রাজনীতিবিদ। তিনি ছাত্রাবস্থায় বঙ্গবন্ধুর আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে ছাত্রলীগের রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত হন এবং পরবর্তীতে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র-সংসদের ভিপি ও কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়া, তিনি আওয়ামী লীগের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক হিসেবেও অত্যন্ত দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালনসহ বিভিন্ন গণতান্ত্রিক আন্দোলনে, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়নে এবং বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের অসাম্প্রদায়িক সোনার বাংলা নির্মাণে অসাধারণ ভূমিকা রেখে গেছেন।

উপাচার্য মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন এবং তাঁর পরিবারের শোক-সন্তপ্ত সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

উল্লেখ্য, আব্দুল মান্নান (৬৭) গত ১৮ জানুয়ারি ২০২০ রাজধানীর একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ইন্তেকাল করেন (ইন্না লিল্লাহি.......রাজিউন)। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, ১ ছেলে, ১ মেয়েসহ অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।

ইসমাত আরা সাদেকের মৃত্যুতে উপাচার্যের শোক প্রকাশ

যশোর-৬ আসনের আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্য এবং সাবেক জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ইসমাত আরা সাদেক-এর মৃত্যুতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান গভীর শোক প্রকাশ করেছেন।

গত ২১ জানুয়ারি ২০২০ এক শোকবাণীতে উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান বলেন, ইসমাত আরা সাদেক প্রতিমন্ত্রী ও সংসদ সদস্য হিসেবে দেশ ও জাতির সেবায় এবং আওয়ামী লীগ সরকারের উন্নয়ন কর্মকান্ডে অসাধারণ ভূমিকা রেখে গেছেন। তাঁর এই অবদান দেশ ও জাতি সবসময় স্মরণ রাখবে বলে উপাচার্য উল্লেখ করেন।

উপাচার্য মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন এবং তাঁর পরিবারের শোক-সন্তপ্ত সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

উল্লেখ্য, ইসমাত আরা সাদেক (৭৮) গত ২১ জানুয়ারি ২০২০ রাজধানীর একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ইন্তেকাল করেন (ইন্না লিল্লাহি.......রাজিউন)।

অধ্যাপক নুরুল হকের মৃত্যুতে উপাচার্যের শোক প্রকাশ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের সাবেক পরিচালক অধ্যাপক ড. নুরুল হকের মৃত্যুতে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। গত ৭ জানুয়ারি ২০২০ এক শোক বার্তায় উপাচার্য বলেন, তিনি ছিলেন একজন আদর্শবান, সৎ ও নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষক। শিক্ষা বিস্তারে অসামান্য অবদানের জন্য তিনি স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

উপাচার্য মরহুমের রুহের মাগফেরাত কামনা করেন এবং তাঁর পরিবারের শোক-সন্তপ্ত সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

উল্লেখ্য, অধ্যাপক ড. নুরুল হক গত ৪ জানুয়ারি ২০২০ রাজধানীর একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ইন্তেকাল করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৫ বছর।

অধ্যাপক ড. অজয় রায়ের স্মরণসভা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের প্রয়াত অধ্যাপক ড. অজয় রায় স্মরণে এক শোকসভা গত ১৫ জানুয়ারি ২০২০ মোকাররম হোসেন খোন্দকার বিজ্ঞান ভবনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলামের সভাপতিত্বে বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. তোফায়েল আহমদ চৌধুরী, অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ইব্রাহিম, অধ্যাপক ড. মো. আজিজুর রহমান, অধ্যাপক ড. হোসনে জাহান বেগম, অধ্যাপক ড. সুপ্রিয়া সাহা, অধ্যাপক ড. আমিনুল ইসলাম তালুকদার, অধ্যাপক ড. মিহির লাল সাহা, অধ্যাপক ড. জেরিনা বেগম, অধ্যাপক ড. ইসতিয়াক এম সৈয়দ, অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ মিজানুর রহমান, প্রয়াত অধ্যাপক ড. অজয় রায়ের ছোট ছেলে অনুজিৎ রায় প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান প্রয়াত অধ্যাপক ড. অজয় রায়ের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে বলেন, তিনি একাধারে নিবেদিত প্রাণ শিক্ষক, গবেষক, মুক্তিযোদ্ধা, উদার, অসাম্প্রদায়িক ও মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন মানুষ ছিলেন। পদার্থবিজ্ঞানকে তিনি সহজ, সরল ও সাবলীলভাবে উপস্থাপন করেছেন। বাংলা ভাষায় গণমুখী ইতিহাস চর্চার পথিকৃত ছিলেন তিনি। গুণী এই পদার্থবিজ্ঞানী ব্যক্তি ও কর্মজীবনে পদার্থবিজ্ঞানের সঙ্গে মানববিদ্যার অসাধারণ সংমিশ্রণ ঘটাতে পেরেছিলেন। অন্যায়ের বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন সোচ্চার। মুক্তবুদ্ধির চর্চা ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় তিনি অসাধারণ ভূমিকা পালন করে গেছেন। আইনের শাসনের প্রতি তার ছিল অগাধ শ্রদ্ধা। তার আদর্শ অনুসরণ করে অসাম্প্রদায়িক, উদার ও মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন সমাজ বিনির্মাণে কাজ করার জন্য তিনি সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

উল্লেখ্য, অধ্যাপক ড. অজয় রায় ২০১৯ সালের ৯ ডিসেম্বর রাজধানীর একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৮৪ বছর।

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক

(১ম পৃষ্ঠার পর) সম্মেলনের সমাপনী অনুষ্ঠান গত ২০ জানুয়ারি ২০২০ নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সম্মেলনের আহ্বায়ক অধ্যাপক ড. আমেনা মহসীনের সভাপতিত্বে সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন সাবেক পররাষ্ট্র সচিব মো. শহিদুল হক।

উল্লেখ্য, বিভিন্ন দেশের শিক্ষাবিদ, গবেষক এবং কূটনীতিকগণ এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন।

ঢাবি'র ৬৭জন শিক্ষার্থীকে

(১ম পৃষ্ঠার পর) এছাড়া, সভায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার ও টিএসসিতে গত ২৫ অক্টোবর ২০১৯ তারিখে সংঘটিত ঘটনায় ২জন শিক্ষার্থীকে ৬ মাসের জন্য বহিস্কার করা হয়েছে।

সভায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ পরীক্ষায় বিভিন্ন সময়ে অসদুপায় অবলম্বনের অভিযোগে ৩০ জন শিক্ষার্থীকে বিভিন্ন মেয়াদে শাস্তি প্রদান করা হয়েছে।

সভায়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষকের বিরুদ্ধে পিএইচ.ডি. থিসিস জালিয়াতির অভিযোগ উত্থাপিত হওয়ায় তাকে প্রশাসনিক ও শিক্ষা কার্যক্রম থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে এবং এ বিষয়ে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে।

শিক্ষার্থীদের পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে হবে- উপাচার্য

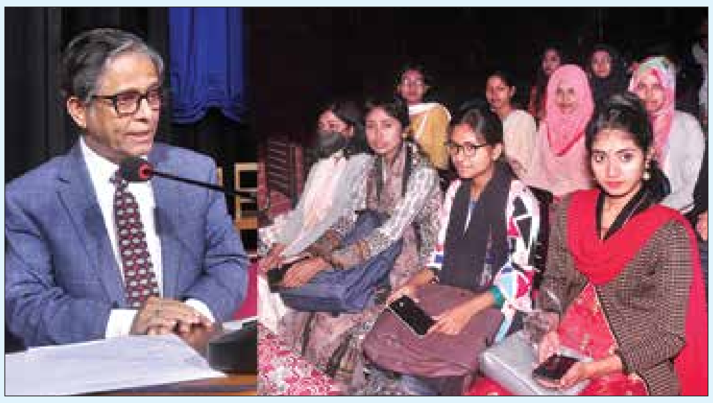

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান সমাজে শান্তি ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠায় একে অন্যের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্য শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। গত ২১ জানুয়ারি ২০২০ ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র মিলনায়তনে বিজ্ঞান অনুষদ এবং চারুকলা অনুষদভুক্ত বিভিন্ন বিভাগের ১ম বর্ষ স্নাতক সম্মান শ্রেণির শিক্ষার্থীদের পরিচিতি সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এই আহ্বান জানান। ছাত্র-নির্দেশনা ও পরামর্শদান দফতর এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

ছাত্র-নির্দেশনা ও পরামর্শদান দফতরের পরিচালক অধ্যাপক ড. মেহজাবীন হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রো-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ, বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. তোফায়েল আহমদ চৌধুরী এবং চারুকলা অনুষদের ভারপ্রাপ্ত ডিন অধ্যাপক শেখ আফজাল হোসেন বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। এসময় বিভিন্ন বিভাগের চেয়ারম্যান ও ছাত্র-উপদেষ্টাগণ উপস্থিত ছিলেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসকে পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার ক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা পালনের জন্য শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক, অসাম্প্রদায়িক ও মানবিক মূল্যবোধের লালন কেন্দ্র। শিক্ষার্থীদের অবশ্যই এসব মূল্যবোধ ধারণ করতে হবে। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ পাওয়ায় তিনি মেধাবী শিক্ষার্থীদের অভিনন্দন জানান। অর্থনৈতিকসহ বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে শিক্ষার্থীরা সফলতা অর্জন করবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। এক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সর্বাত্মক সাহায্য ও সহযোগিতা প্রদান করবে বলেও তিনি আশ্বাস দেন।

উদ্ভিদবিজ্ঞান অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের পুনর্মিলনী

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় উদ্ভিদবিজ্ঞান অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের পঞ্চম পুনর্মিলনী গত ১৭ জানুয়ারি ২০২০ কার্জন হল মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় উদ্ভিদবিজ্ঞান অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের সহ-সভাপতি ড. আতাহার উদ্দীনের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জীব বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. ইমদাদুল হক, কানাডার ফ্রিল্যান্স এডভাইজার ফর রিসার্চ এন্ড এডুকেশনাল ডেভেলপমেন্ট-এর অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আবদুল হান্নান ও ইন্ডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশের ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর ক্লাইমেট চেঞ্জ এন্ড ডেভেলপমেন্ট-এর পরিচালক ড. সালিমুল হক বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় উদ্ভিদবিজ্ঞান অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ড. মো. আবুল বাসার স্বাগত বক্তব্য দেন। উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. রাখহরি সরকার ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি দায়বদ্ধ থেকে অসচ্ছল শিক্ষার্থীদের সহায়তায় এগিয়ে আসার জন্য প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের সাফল্য, অর্জন ও সামাজিক মর্যাদার ওপর একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সুনাম ও মর্যাদা নির্ভরশীল। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম বিশ্বমানে উন্নীত করার ক্ষেত্রে প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে। প্রাকৃতিক পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে বিশ্ব র‍্যাংকিং-এর শীর্ষে আনতেও প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের স্ব স্ব অবস্থান থেকে কাজ করতে হবে। 'মুজিব বর্ষ' উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গৃহীত বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়নে তিনি প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের সহযোগিতা চান।

উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগের এমএস পরীক্ষায় সর্বোচ্চ সিজিপিএ অর্জন করায় অনুষ্ঠানে ৩জন কৃতী শিক্ষার্থীকে স্বর্ণপদক প্রদান করা হয়।

পরে, উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র মিলনায়তনে 'ঢাকা ইউনিভার্সিটি অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন অব ব্যাচ ১৯৮৯'এর পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ফজল মীর বাদলের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে সাধারণ সম্পাদক কিবরিয়া মজুমদারসহ নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

উপাচার্যের সাথে বিদেশী অতিথিদের সাক্ষাৎ

তাইওয়ানের অধ্যাপক

তাইওয়ানের ন্যাশনাল সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক ড. জেন-মিং চেন গত ২৬ জানুয়ারি ২০২০ উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেন।

সাক্ষাৎকালে তাঁরা পারস্পরিক স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি নিয়ে আলোচনা করেন। এসময় অধ্যাপক ড. জেন-মিং চেন তাঁর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম সম্পর্কে সংক্ষিপ্তভাবে ঢাবি উপাচার্যকে অবহিত করেন। তিনি বলেন, তাঁর বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে শিক্ষা ও গবেষণা সংক্রান্ত যৌথ কার্যক্রম গ্রহণে আগ্রহী। তিনি আরও জানান, তাইওয়ানের ন্যাশনাল সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি থেকে ২০জন শিক্ষার্থী আগামী ফেব্রুয়ারি মাসে এক সফরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শনে আসবেন।

এসময় তাঁরা উভয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের সম্ভাব্যতা নিয়ে ফলপ্রসূ আলোচনাও করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসা এবং এর সাথে যৌথ সহযোগিতামূলক শিক্ষা কার্যক্রম গ্রহণ করার ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করায় অধ্যাপক ড. জেন-মিং চেনকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান।

কোইকার কান্ট্রি ডিরেক্টর

কোরিয়া ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেশন এজেন্সি'র (কোইকা) কান্ট্রি ডিরেক্টর মি. কেরি জো হিউনগু গত ২৮ জানুয়ারি ২০২০ উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে বিদায়ী সাক্ষাৎ করেন। এসময় কোইকার উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা জিয়ুন শিন, সেরিন পার্ক এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইনোভেশন, ক্রিয়েটিভিটি এন্ড এন্ট্রাপ্রেনিউরশিপ সেন্টারের নির্বাহী পরিচালক মো. রাশেদুর রহমান উপস্থিত ছিলেন।

সাক্ষাৎকালে তাঁরা পারস্পরিক স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি নিয়ে বিশেষ করে কোইকার সহযোগিতায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চলমান উন্নয়ন এবং সহযোগিতামূলক কর্মসূচি নিয়ে আলোচনা করেন। মি. কেরি জো হিউনগু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কোইকার কর্মসূচি সফলভাবে পরিচালনায় সহযোগিতার জন্য উপাচার্যকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। তিনি ইনোভেশন ও এন্ট্রাপ্রেনিউরশিপের মাধ্যমে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইনোভেশন, ক্রিয়েটিভিটি এন্ড এন্ট্রাপ্রেনিউরশিপ সেন্টারে কোইকার সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে বলে উপাচার্যকে আশ্বস্ত করেন। এছাড়া, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটে চলমান কোরিয়ান ভাষা কোর্সের সম্প্রসারণ ও উন্নয়নেও কোইকার সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে বলে তিনি উপাচার্যকে জানান।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান কান্ট্রি ডিরেক্টর হিসেবে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে বাংলাদেশে দায়িত্ব পালনের জন্য কেরি জো হিউনগুকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। উপাচার্য তাঁকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চলমান কোইকার সকল কর্মসূচির সফল বাস্তবায়নে সার্বিক সাহায্য-সহযোগিতা প্রদানের আশ্বাস দেন। তিনি বলেন, বাংলাদেশে কোরিয়ানদের বিনিয়োগ ও ব্যবসা-বাণিজ্যে দোভাষীর প্রয়োজন রয়েছে এবং দোভাষীর এই চাহিদা পূরণে ঢাবি আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটে পরিচালিত কোরিয়ান ভাষা কোর্সের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।

উপাচার্য অধ্যাপক আখতারুজ্জামান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসা এবং সহযোগিতা প্রদানের জন্য কোইকার কান্ট্রি ডিরেক্টর কেরি জো হিউনগুকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান।

কোরিয়া ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেশন এজেন্সি'র (কোইকা) কান্ট্রি ডিরেক্টর মি. কেরি জো হিউনগু গত ২৮ জানুয়ারি ২০২০ উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে বিদায়ী সাক্ষাৎ করেন।

তাইওয়ানের ন্যাশনাল সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক ড. জেন-মিং চেন গত ২৬ জানুয়ারি ২০২০ উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেন।

প্রশিক্ষণ কর্মশালা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সেন্টার অফ এক্সিলেন্স ইন টিচিং এন্ড লার্নিং-এর উদ্যোগে "অফিস ব্যবস্থাপনা" বিষয়ক দিনব্যাপী এক কর্মশালা গত ১৮ জানুয়ারি ২০২০ অধ্যাপক মুজাফফর আহমেদ চৌধুরী অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন সেন্টারের পরিচালক অধ্যাপক ড. সাবিতা রিজওয়ানা রহমান। এতে অতিরিক্ত সচিব মো. জাফর ইকবাল এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আইন বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক কাজী মাহফুজুল হক সুপন যথাক্রমে "ফাইল ম্যানেজমেন্ট" এবং "কর্মকর্তার পালনীয় কোড অফ কন্ডাক্ট" বিষয়ে আলোচনা করেন। "ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অর্ডিন্যান্স এর ভিত্তিতে কর্মকর্তার পালনীয় দায়িত্ব ও প্রশ্ন-উত্তর" পর্বে বক্তব্য রাখেন বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার মো. এনামউজ্জামান। এসময় সেন্টারের অতিরিক্ত পরিচালক ড. এ.টি.এম. সামছুজ্জোহা উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, সেন্টার অফ এক্সিলেন্স ইন টিচিং এন্ড লার্নিং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও কর্মকর্তাদের জন্য ধারাবাহিকভাবে কর্মশালার আয়োজন করে আসছে।

দু'দিন ব্যাপী আন্তর্জাতিক উর্দু সম্মেলন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় উর্দু বিভাগের উদ্যোগে "একুশ শতকে উর্দু সাহিত্য" শীর্ষক দু'দিন ব্যাপী আন্তর্জাতিক উর্দু সম্মেলন গত ২৭ জানুয়ারি ২০২০ সোমবার আরসি মজুমদার আর্টস মিলনায়তনে উদ্বোধন করা হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এই সম্মেলন উদ্বোধন করেন। সম্মেলন আয়োজক কমিটির আহ্বায়ক এবং উর্দু বিভাগের চেয়ারম্যান ড. রশিদ আহমদের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. আবু মো. দেলোয়ার হোসেন, ভারতের ন্যাশনাল কাউন্সিল ফর প্রমোশন অফ উর্দু ল্যাংগুয়েজ-এর পরিচালক ড. আকিল আহমদ এবং কাতারের বাজমি সাদাফ ইন্টারন্যাশনাল-এর প্রধান পৃষ্ঠপোষক সাবিহ বুখারী বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। সম্মেলন আয়োজক কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক অধ্যাপক ড. মো. মাহমুদুল ইসলাম স্বাগত বক্তব্য দেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান শিক্ষা ও গবেষণার উৎকর্ষ সাধনের লক্ষ্যে বিভিন্ন ভাষার লোকদের মধ্যে পারস্পরিক বুদ্ধিবৃত্তিক যোগাযোগ গড়ে তোলার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। এই সম্মেলন গবেষকদের জন্য একটি কমন প্ল্যাটফর্ম তৈরী করবে এবং গবেষণার গুণগত মান উন্নয়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশ, ভারত, কাতার, মিশর, কানাডা, জার্মানী, ইরান, ইংল্যান্ড, ফিনল্যান্ড, নরওয়ে, মরিশাসসহ বিভিন্ন দেশের অধ্যাপক, গবেষক ও কবি-সাহিত্যিকগণ এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন।

অমর একুশে উদ্‌যাপন

(১ম পৃষ্ঠার পর) উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান বলেন, মহান একুশে ফেব্রুয়ারি হচ্ছে আমাদের জাতীয় চেতনার প্রতীক। তিনি শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের মর্যাদার কথা বিবেচনা করে বিগত বছরগুলোর মত এবারও সতর্কতা ও ভাবগাম্ভীর্যের সাথে দিবসটি পালন করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আহ্বান জানান। এছাড়া, উপাচার্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সুনাম অক্ষুণ্ন রাখার স্বার্থে সমন্বয় কমিটি কর্তৃক গৃহীত সকল কর্মসূচি নিয়ম-শৃঙ্খলা বজায় রেখে সুষ্ঠু ও সফলভাবে বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের সর্বাত্মক সহযোগিতা কামনা করেন।

শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপনের কর্মসূচি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার উদ্দেশ্যে সভায় আর্থ এন্ড এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্সেস অনুষদের ডিন ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামালকে সমন্বয়কারী, সমিতির সহ-সভাপতি অধ্যাপক মো. লুৎফর রহমান ও সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ড. মো. নিজামুল হক ভূইয়াকে যুগ্ম-সমন্বয়কারী এবং প্রক্টর অধ্যাপক ড. এ কে এম গোলাম রব্বানীকে সদস্য-সচিব করে অমর একুশে উদ্‌যাপন কেন্দ্রীয় সমন্বয় কমিটি গঠন করা হয়।

সভায় কেন্দ্রীয় সমন্বয় কমিটি ছাড়াও মহান অমর একুশে সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে উদ্‌যাপনের লক্ষ্যে ১২টি উপ-কমিটি গঠন করা হয়। এগুলো হচ্ছে ঃ ঘোষণা মঞ্চ ব্যবস্থাপনা উপ-কমিটি, সাজ-সজ্জা উপ-কমিটি, জরুরী চিকিৎসা ব্যবস্থাপনা উপ-কমিটি, বৈদ্যুতিক আলো ব্যবস্থাপনা উপ-কমিটি, পরিবহন উপ-কমিটি, বাজেট উপ-কমিটি, আপ্যায়ন উপ-কমিটি, স্বেচ্ছাসেবক ব্যবস্থাপনা উপ-কমিটি, শৃঙ্খলা উপ-কমিটি, দাপ্তরিক কার্যাবলী ব্যবস্থাপনা উপ-কমিটি, পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা উপ-কমিটি এবং একুশের রাতে শারীরিক শিক্ষা কেন্দ্রের সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিতকরণ উপ-কমিটি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক ভলিবল প্রতিযোগিতা গত ২ জানুয়ারি ২০২০ বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে উদ্বোধন করা হয়েছে। উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে ৪-দিনব্যাপী এই প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন। এসময় অন্যান্যের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ভলিবল কমিটির সভাপতি অধ্যাপক ড. মো. আসাদুজ্জামান এবং শারীরিক শিক্ষা কেন্দ্রের উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. অসীম সরকার উপস্থিত ছিলেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান গত ১ জানুয়ারি ২০২০ ইউনিভার্সিটি ল্যাবরেটরি স্কুল ও কলেজ চত্বরে এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে শিক্ষার্থীদের মাঝে নতুন পাঠ্যপুস্তক বিতরণ কর্মসূচির উদ্বোধন করেন। এসময় শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক সৈয়দা তাহমিনা আখতার, ইউনিভার্সিটি ল্যাবরেটরি স্কুল ও কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মিসেস সেলিনা বানু, উপাধ্যক্ষ মিসেস সেলিনা আক্তার প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

স্বামী বিবেকানন্দের ১৫৭তম জন্মোৎসব ও বিবেকানন্দ শিক্ষা ও সংস্কৃতি পরিষদের তিন দশক পূর্তি উপলক্ষ্যে গত ১২ জানুয়ারি ২০২০ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জগন্নাথ হল থেকে এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বের করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ এই সম্প্রীতি শোভাযাত্রায় নেতৃত্ব দেন। এসময় জগন্নাথ হলের প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মিহির লাল সাহাসহ আবাসিক শিক্ষকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

দু'দিনব্যাপী স্প্যানিশ ভাষা বিষয়ক সেমিনার

স্প্যানিশ ভাষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক দু'দিনব্যাপী এক সেমিনার গত ২১ জানুয়ারি ২০২০ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটে উদ্বোধন করা হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এই সেমিনারের উদ্বোধন করেন।

আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক শিশির ভট্টাচার্যের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে স্পেনের রাষ্ট্রদূত মি. অ্যালভারো ডি সালাস জিমেনেজ ডি অ্যাজক্যারেট এবং ইনডিটেক্স চেয়ার ডিরেক্টর অধ্যাপক সানতিয়াগো ফার্নান্দেজ মসকুইয়েরা বক্তব্য রাখেন।

অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান বলেন, স্প্যানিশ ভাষা ও সংস্কৃতি বিশ্বব্যাপী অত্যন্ত জনপ্রিয় এবং বিশ্ব সভ্যতার বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। প্রাচীনকাল থেকে বাংলাদেশ ও স্পেনের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে। এই ঐতিহাসিক সম্পর্ক ও যোগাযোগের কারণে স্প্যানিশ ভাষার অনেক শব্দ আমাদের ভাষায় ব্যবহৃত হচ্ছে বলে উপাচার্য উল্লেখ করেন।

রাষ্ট্রদূত মি. অ্যালভারো ডি সালাস জিমেনেজ ডি অ্যাজক্যারেট বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশেষ করে আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটে স্প্যানিশ ভাষা শিক্ষার বিকাশ ও চর্চায় স্পেন সরকারের চলমান সাহায্য ও সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের আগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান এবং স্পেনের রাষ্ট্রদূত মি. অ্যালভারো ডি সালাস জিমেনেজ ডি অ্যাজক্যারেট পারস্পরিক স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি বিশেষ করে উচ্চশিক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে ফলপ্রসূ আলোচনা করেন।

অধ্যাপক ড. অসীম সরকারকে হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য নিয়োগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংস্কৃত বিভাগের অধ্যাপক ড. অসীম সরকারকে হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট আইন ২০১৮-এর ৫ নং ধারা অনুযায়ী তাকে গত ১৫ জানুয়ারি ২০২০ তারিখ থেকে তিন বছরের জন্য ট্রাস্টি হিসেবে এই নিয়োগ প্রদান করা হয়।

অধ্যাপক ড. অসীম সরকার বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

এছাড়া, তিনি সংস্কৃত বিভাগের চেয়ারম্যান, জগন্নাথ হলের প্রাধ্যক্ষ এবং অধ্যাপক দিলীপ কুমার ভট্টাচার্য গবেষণা কেন্দ্রের পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি বঙ্গবন্ধু সমাজকল্যাণ পরিষদের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি।

অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদকে চীনের আইপিটিআরসি'র সেরা কবির পুরস্কার

(১ম পৃষ্ঠার পর) তাঁর কবিতা ইংরেজি, চীনা, গ্রিক, সুইডিশ, সার্বিয়ান, হিন্দি, সিনহালি প্রভৃতি ভাষায় অনূদিত হয়েছে। কাব্যক্ষেত্রে কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের জন্য তিনি সিটি আনন্দ-আলো পুরস্কার, সৈয়দ মুজতবা আলী সাহিত্য পুরস্কার, কবি সুকান্ত সাহিত্য পুরস্কার, কবি জীবনানন্দ দাশ পুরস্কার, কবি জসীম উদ্দীন সাহিত্য পুরস্কার, ত্রিভূজ সাহিত্য পুরস্কার, কবি বিষ্ণু দে পুরস্কার, কবিতালাপ পুরস্কারসহ অনেক সম্মাননা লাভ করেন। মুহাম্মদ সামাদের প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য কাব্য গ্রন্থগুলো হচ্ছে: আমি তোমাদের কবি; আমার দু'চোখ জলে ভরে যায়; আজ শরতের আকাশে পূর্ণিমা; চলো, তুমুল বৃষ্টিতে ভিজি; পোড়াবে চন্দন কাঠ; আমি নই ইন্দ্রজিৎ মেঘের আড়ালে; একজন রাজনৈতিক নেতার মেনিফেস্টো; প্রেমের কবিতা; কবিতাসংগ্রহ ও Selected Poems। মুহাম্মদ সামাদ-এর জন্ম ১৯৫৬ সালে তৎকালীন ময়মনসিংহ জেলার জামালপুরে। তিনি জাতীয় কবিতা পরিষদের সভাপতি। বর্তমানে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলরের দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছেন।

জাতীয় বিজ্ঞান অলিম্পিয়াডের পুরস্কার বিতরণ

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আয়োজিত ১১তম জাতীয় বিজ্ঞান অলিম্পিয়াডের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান গত ২৪ জানুয়ারি ২০২০ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কার্জন হল মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন। বাংলাদেশ বিজ্ঞান একাডেমী ও ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিঃ যৌথভাবে এই অলিম্পিয়াডের আয়োজন করে।

বিজ্ঞান অলিম্পিয়াড ২০২০ এর আয়োজক কমিটির সভাপতি ও বাংলাদেশ বিজ্ঞান একাডেমীর প্রেসিডেন্ট ইমেরিটাস অধ্যাপক ড. এ কে আজাদ চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বিজ্ঞান একাডেমীর সেক্রেটারী অধ্যাপক ড. হাসিনা খান এবং ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিঃ এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক সৈয়দ ওয়াসেক মোঃ আলী বক্তব্য রাখেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞান চর্চায় উৎসাহিত করার জন্য এ ধরণের উদ্যোগকে সাধুবাদ জানান। বিজ্ঞান অলিম্পিয়াডে অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের অভিনন্দন জানিয়ে তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আয়োজিত যে কোন ধরণের কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করা শিক্ষার্থীদের জন্য অত্যন্ত গর্বের বিষয়। দেশের সার্বিক শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন, বিজ্ঞান শিক্ষার অগ্রগতি ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিজ্ঞানভীতি দূর করতে এই ধরনের অলিম্পিয়াড গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলেও তিনি আশা প্রকাশ করেন।

উল্লেখ্য, নবম হতে দশম শ্রেণির শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয় গ্রুপে এবং একাদশ হতে দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থীরা কলেজ গ্রুপে বিভক্ত হয়ে দেশের আটটি বিভাগ থেকে প্রায় ৬০০ শিক্ষার্থী জাতীয় পর্যায়ে এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে।

জাপানের এনইএফ বৃত্তি পেলেন ১০ মেধাবী শিক্ষার্থী

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জীব বিজ্ঞান অনুষদ এবং আর্থ এন্ড এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্সেস অনুষদভুক্ত বিভিন্ন বিভাগের ১০জন মেধাবী শিক্ষার্থী জাপানের নাগাও ন্যাচারাল এনভায়রনমেন্ট ফাউন্ডেশন (এনইএফ) বৃত্তি লাভ করেছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান গত ১৫ জানুয়ারি ২০২০ উপাচার্য লাউঞ্জে এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে শিক্ষার্থীদের হাতে বৃত্তির চেক তুলে দেন।

এসময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জীব বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. ইমদাদুল হক, এনইএফ বৃত্তি কমিটির ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ জাবেদ হোসেন এবং বিভিন্ন বিভাগের চেয়ারম্যান উপস্থিত ছিলেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখার জন্য শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য পরিবেশ বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টি এবং শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়ন করতে হবে। সুনাগরিক হিসেবে গড়ে ওঠার লক্ষ্যে তিনি সহ-শিক্ষা কার্যক্রমে অংশগ্রহণের জন্য শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান জানান।

এনইএফ বৃত্তিপ্রাপ্তরা হলেন- জাফিরুল ইসলাম, সুব্রত দত্ত, শাজনীন শশী (উদ্ভিদবিজ্ঞান), মো. ইমরান খান, সামিনা আক্তার (মৎস্য বিজ্ঞান), বাপ্পী রাখাইন (অণুজীব বিজ্ঞান), মুন্নি খানম (প্রাণিবিদ্যা), মো. মোয়াজ্জেম হোসেন (প্রাণ রসায়ন ও অণুপ্রাণ বিজ্ঞান), মাহফুজা খন্দকার (দুর্যোগ বিজ্ঞান ও ব্যবস্থাপনা) এবং এ. হামিদ খান ভাসানী (সমুদ্র বিজ্ঞান)।

ঢাবি ক্লাবের প্রীতি সম্মিলনী

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাবের প্রীতি সম্মিলনী ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান গত ২৬ জানুয়ারি ২০২০ বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। ক্লাবের সভাপতি অধ্যাপক ড. মো. মজিবুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এতে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ ও কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো: কামাল উদ্দীন । ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ড. আবদুস সালাম অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন ক্লাবের কোষাধ্যক্ষ সহযোগী অধ্যাপক মো. আবদুর রহিম।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান ক্লাবের সকল সদস্য ও সংশ্লিষ্ট সকলকে মুজিববর্ষের শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাবের একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য রয়েছে। ঐতিহ্যবাহী এই ক্লাব সূচনালগ্ন থেকেই নানাবিধ কর্মসূচির মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্মকর্তা ও তাঁদের পরিবারের সদস্যদের বিনোদন প্রদান করে আসছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের নানাবিধ সীমাবদ্ধতার মধ্যেও ভবিষ্যতে বিভিন্ন ধরনের সেবা প্রদান ও ক্লাবের উন্নয়ন অব্যাহত থাকবে বলেও উপাচার্য আশা প্রকাশ করেন।

আলোচনা পর্ব শেষে দেশের বিখ্যাত শিল্পীদের অংশগ্রহণে এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়।

চলচ্চিত্র, গণমাধ্যম ও সাংবাদিকতা অধ্যয়ন বিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মেলন

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হলো প্রথম আন্তর্জাতিক বিম্‌সটেক চলচ্চিত্র, গণমাধ্যম ও সাংবাদিকতা অধ্যয়ন সম্মেলন। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে গত ১৯ জানুয়ারি ২০২০ বিশ্ববিদ্যালয়ের মোজাফ্‌ফর আহমেদ চৌধুরী মিলনায়তনে ৩-দিনব্যাপী আন্তর্জাতিক এই সম্মেলনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। ঢাবি টেলিভিশন, ফিল্ম এ্যান্ড ফটোগ্রাফি বিভাগ ও আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ-এর গণমাধ্যম ও গণযোগাযোগ বিভাগ যৌথভাবে এই সম্মেলন আয়োজন করে।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান প্রধান অতিথির বক্তব্যে বলেন, চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের যুগে মিডিয়ার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং এই বিপ্লবের অন্যতম চালিকা শক্তি হচ্ছে মিডিয়া। এই সম্মেলন আয়োজনের জন্য আয়োজকদের ধন্যবাদ জানিয়ে উপাচার্য আশা প্রকাশ করে বলেন, সম্মেলনে অংশগ্রহনকারীরা প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় বৈচিত্র্য আনার ক্ষেত্রে এবং মিডিয়ার অপব্যবহার রোধে নীতি-নির্ধারনী ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারবেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর সম্মেলনের প্রথম সেশনে মূল

প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন 'সেন্ট্রাল তামিল নাড়ু ইউনিভার্সিটি'র সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক ড. বি.পি. সঞ্জয়।

বিভাগীয় চেয়ারপার্সন হাবিবা রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন বিম্‌সটেকের সেক্রেটারি জেনারেল রাষ্ট্রদূত এম. শহিদুল ইসলাম এবং সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম। সম্মেলনের আহবায়ক অধ্যাপক ড. এ জে এম শফিউল আলম ভূইয়া অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন। এছাড়া, বিভাগীয় শিক্ষকবৃন্দ, গণমাধ্যম বিশেষজ্ঞগণ, দেশি-বিদেশী গবেষক ও শিক্ষার্থীবৃন্দ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন।

উল্লেখ্য, এই সম্মেলনের বিভিন্ন সেশনে দেশ-বিদেশের স্বনামধন্য গবেষকগণ চলচ্চিত্র, গণমাধ্যম ও সাংবাদিকতা বিষয়ে ৩২টি প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। সমাপনী প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন কানাডা'র অধ্যাপক ড. ইউজি ঝাউ। এই সম্মেলনে Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation (BIMSTEC)-এর সদস্য দেশসমূহ- বাংলাদেশ, ভারত, মায়ানমার, শ্রীলংকা, থাইল্যান্ড, নেপাল ও ভূটান অংশগ্রহণ করে।

এএইচএফবি'র বার্ষিক সম্মেলন

এসোসিয়েশন অব হোমবোল্ট ফেলোজ বাংলাদেশ (এএইচএফবি)-এর বার্ষিক সম্মেলন গত ২৫ জানুয়ারি ২০২০ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সেন্টার ফর এ্যাডভান্সড রিসার্চ ইন সায়েন্সেস ভবনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান এই সম্মেলন উদ্বোধন করেন।

এএইচএফবি'র সভাপতি অধ্যাপক ড. মো. ইমদাদুল হকের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বাংলাদেশে নিযুক্ত জার্মানীর রাষ্ট্রদূত পিটার ফারেনহোল্টজ প্রধান অতিথি এবং শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. কামাল উদ্দিন আহমদ বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এসোসিয়েশনের মহাসচিব অধ্যাপক ড. মাসুম আহমদ।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে শিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় ও শিল্প প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সহযোগিতামূলক সম্পর্ক জোরদার করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। সামাজিক চাহিদা মেটাতে উঁচু-মানের গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য তিনি গবেষকদের প্রতি আহ্বান জানান। চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের যুগে বর্তমান বিশ্ব বিভিন্ন চ্যালেঞ্জের মুখে রয়েছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় আমাদের জনসম্পদকে প্রযুক্তিতে আরো দক্ষ করে গড়ে তুলতে হবে।

জার্মান রাষ্ট্রদূত পিটার ফারেনহোল্টজ বলেন, ব্যবসা, অর্থনীতি, শিক্ষা, তথ্যপ্রযুক্তি, চিকিৎসা, দারিদ্র বিমোচন, নারীর ক্ষমতায়নসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাংলাদেশ অসাধারণ অগ্রগতি অর্জন করেছে। বাংলাদেশের এই উন্নয়ন প্রচেষ্টায় জার্মান সরকারের সাহায্য ও সহযোগিতা ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে। তিনি বাংলাদেশ ও জার্মানীর মধ্যে শিক্ষক ও গবেষক বিনিময় প্রকল্প আরও জোরদার করার ওপর গুরুত্বারোপ করে বলেন, জার্মানীতে উচ্চশিক্ষার লক্ষ্যে বাংলাদেশের ছাত্র ও গবেষকদের জন্য ভিসার সংখ্যা আরও বৃদ্ধি করা হবে।

উল্লেখ্য, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এসোসিয়েশন অব হোমবোল্ট ফেলোজ বাংলাদেশ-এর ৬০জন সদস্য এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্মচারী সমিতির নব নির্বাচিত কার্যকরী পরিষদের অভিষেক ও অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীবৃন্দের বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠান গত ২১ জানুয়ারি ২০২০ ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। সমিতির সভাপতি শেখ মোহাম্মদ সরোয়ার মোর্শেদের সভাপতিত্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ এবং রেজিস্ট্রার মো. এনামউজ্জামান বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন সমিতির সাধারণ সম্পাদক মো. রুহুল আমিন। ছবিতে অতিথিবৃন্দের সাথে সমিতির নব নির্বাচিত নেতৃবৃন্দকে দেখা যাচ্ছে।

সম্পাদক: মাহমুদ আলম, পরিচালক (জনসংযোগ), প্রধান প্রতিবেদক: মোঃ রফিকুল ইসলাম পান্না, প্রতিবেদক: তাওহিদা খানম তাসমিন ও মো: আবু বকর সিদ্দিক, সম্পাদনা সহকারী: নুরুন্নাহার বেগম এবং মোঃ নজরুল ইসলাম
ফটো সাংবাদিক: আনোয়ার মজুমদার, মোঃ জাকির হোসেন ও শুভাশীষ রঞ্জন সরকার। জনসংযোগ দফতর কর্তৃক প্রকাশিত এবং গ্র্যাফোসম্যান রিপ্রোডাকশন এন্ড প্রিন্টিং লি., ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত। ফোন: ৯৬৬১৯০০-৫৯/৪১০০, ০১৭৫৮৪৯২৪১৫